জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সকালের খবর

তারিখ ঃ 18 MAY 2017

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট জনতা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ মো. ওয়াহিদ-উজ-জামান প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য ১ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করেন। এ সময় পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক সেলিমা আহমাদ ও ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মো. আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সংবাদ   তারিখ ঃ 1 8 MAY 2017

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জনতা ব্যাংকের অনুদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ মো. ওয়াহিদ-উজ-জামান প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য ১ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করেন। এ সময় পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক সেলিমা আহমাদ ও ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মো. আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ

তারিখ ঃ 1 8 MAY 2017

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য ১ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করেন। এ সময় পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক সেলিমা আহ্‌মাদ ও ব্যাংকের সিইও অ্যান্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পত্রিকার নাম ঃ **দৈনিক মানবজমিন** তারিখ ঃ 18 MAY 2017

জনতা ব্যাংক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ মো. ওয়াহিদ-উজ-জামান প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য ১ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করেন। এ সময় পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক সেলিমা আহ্মাদ ও ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মো. আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন। *বিজ্ঞপ্তি*

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক ভোরের ডাক

তারিখ ঃ 18 MAY 2017

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জনতা ব্যাংকের অনুদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ মো. ওয়াহিদ-উজ-জামান প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য ১ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করেন। এ সময় পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক সেলিমা আহ্‌মাদ ও ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মো. আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন।

পত্রিকার নাম : দৈনিক ভোরের ডাক

তারিখ : 18 MAY 2017

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জনতা ব্যাংকের অনুদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ মো. ওয়াহিদ-উজ-জামান প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য ১ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করেন। এ সময় পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক সেলিমা আহ্‌মাদ ও ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মো. আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন।

পত্রিকার নাম ঃ **The Daily Sun**

তারিখ ঃ 1 8 MAY 2017

Janata Bank Chairman Shaikh Md Wahid-uz-Zaman hands over a cheque for Tk 1 crore to Prime Minister Sheikh Hasina at a function at Ganabhaban in the capital on Monday.

পত্রিকার নাম ঃ **The News Today** তারিখ ঃ 18 MAY 2017

Shaikh Md. Wahid-uz-Zaman, Chairman, Board of Directors, Janata Bank Limited handing over a cheque amounting to Tk. 1 crore to Prime Minister Sheikh Hasina for 'Prime Minister's Education Assistance Trust' and 'Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Memorial Trust' on Monday in Ganabhaban.

লুটপাটে বাড়ছে খেলাপি ডুবছে ব্যাংক

হামিদ বিশ্বাস

সীমাহীন দুর্নীতি ও লুটপাটের কারণে খেলাপির করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারছে না ব্যাংকিং খাত। বরং দিনে দিনে বাড়ছে খেলাপি ঋণের বোঝা। তিন মাস পর এবার বাংলাদেশ ব্যাংক যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সে পরিসংখ্যানও খুবই উদ্বেগজনক। গত জানুয়ারির আগে ৬২ হাজার কোটি টাকার খেলাপি ঋণ থাকলেও মার্চে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩ হাজার কোটি টাকা। এর সঙ্গে ৪২ হাজার কোটি টাকার অবলোপন যোগ করলে দাঁড়াবে ১ লাখ ১৫ হাজার কোটি টাকা। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে জুনেও নিশ্চিতভাবে এমন নেতিবাচক সংবাদ শুনতে হবে।

দুঃসংবাদ এখানেই শেষ নয়, খেলাপির বিপরীতে প্রভিশন হিসেবে ব্যাংকের তহবিলে যে বিশেষ সঞ্চিতি বা সঞ্চয় রাখ হয় সেখানেও ব্যর্থ হয়েছে ৬টি ব্যাংক। এর মধ্যে সরকা ৩টি ও বেসরকারি ৩টি। অর্থাৎ খেলাপি, অবলোপন প্রভিশনের মানদণ্ডে ব্যাংকগুলো যেন চোরাবালিতে আ পড়েছে।

জানা গেছে, প্রভিশন ঘাটতির তালিকায় থাকা রাষ্ট্র সোনালী, বেসিক ও রূপালী ব্যাংকের অবস্থা খুবই নাজু ব্যাংক তিনটির প্রভিশন ঘাটতি ৬ হাজার ৪৭৩ কোটি টা বিশ্লেষকরা বলছেন, এ সেক্টরের দুর্নীতিবাজদের বিচার হওয়ায় সীমাহীন দুর্নীতি বন্ধ হচ্ছে না। কার্যত লুটপাটে বাড়ে খেলাপি ঋণের পরিমাণ। পরোক্ষভাবে যার খেসারত দি হচ্ছে [illegible] মনে হচ্ছে। ৬ পৃষ্ঠা ১ম কলাম

লুটপাটে বাড়ছে খেলাপি, ডুবছে ব্যাংক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এভাবে ব্যাংকগুলোও ডুবতে বসেছে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ যুগান্তরকে বলেন, ঋণের নামে সরকারি ব্যাংকে টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। সে কারণে প্রভিশন ঘাটতি সবচেয়ে বেশি সরকারি ব্যাংকে।

প্রকৃত খেলাপির পরিমাণ ১ লাখ ১৫ হাজার কোটি টাকায় ঠেকেছে, আরও বাড়ার আশংকা ঋণের নামে সরকারি ব্যাংকে টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে —খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি প্রভিশন ঘাটতি রাষ্ট্রায়ত্ত বেসিক ব্যাংকের। ব্যাংকটির খেলাপি ৭ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা। এর বিপরীতে প্রভিশন রাখার কথা ৪ হাজার ৬৯৮ কোটি টাকা। কিন্তু প্রভিশন রেখেছে ১ হাজার ৮১৮ কোটি টাকা। বাকি ২ হাজার ৮৮০ কোটি টাকা প্রভিশন রাখতে ব্যর্থ হয়েছে বেসিক ব্যাংক। একইভাবে সোনালী ব্যাংকের খেলাপি ১০ হাজার ৬২৯ কোটি টাকা। এর বিপরীতে প্রভিশন রাখার কথা ৬ হাজার ৩৫১ কোটি টাকা। কিন্তু প্রভিশন রেখেছে ৪ হাজার ২৪৮ কোটি টাকা। এতে ২ হাজার ১০৩ কোটি টাকা প্রভিশন রাখতে ব্যর্থ হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক। রূপালীর খেলাপি ৪ হাজার ২৬৪ কোটি টাকা। ২ হাজার ৪৯৭ কোটি টাকা প্রভিশন রাখার পরিবর্তে রেখেছে মাত্র ১ হাজার ১ কোটি টাকা। এছাড়া বেসরকারি খাতের ন্যাশনাল ব্যাংকের খেলাপি ১ হাজার ৭৮৪ কোটি টাকা। ১ হাজার ২০৯ কোটি টাকা প্রভিশন রাখার পরিবর্তে ব্যাংকটি রেখেছে মাত্র ৬৯৮ কোটি টাকা। এতে ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৫১১ কোটি টাকা। একইভাবে প্রিমিয়ার ব্যাংকের খেলাপি ৭১৭ কোটি টাকা। ৪৪৬ কোটি টাকার পরিবর্তে ব্যাংকটি প্রভিশন রেখেছে মাত্র ২৩৩ কোটি টাকা।

ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সরকারি ব্যাংকগুলো থেকে রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ দেয়া হচ্ছে। অপরদিকে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর পরিচালকরা নিজেদের মধ্যে ঋণ ভাগাভাগি করে নিচ্ছেন। যে উদ্দেশ্যে এসব ঋণ নেয়া হচ্ছে, তার যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। ঋণের অর্থ পাচারও হচ্ছে। নিয়মিত ঋণ পরিশোধ না করা ব্যবসায়ীরাই ঠিক করছেন সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন পদে কারা আসবেন।

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) সাবেক মহাপরিচালক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, ক্ষমতাসীন দল ও জোটের লোকজনের যোগসাজশে ঋণ দেয়া হচ্ছে। সে ঋণই এখন খেলাপি হচ্ছে। আর অর্থঋণ ও দেউলিয়া আদালতের মাধ্যমে ঋণখেলাপিদের কোনো বিচার হচ্ছে না। এ কারণে ঋণখেলাপিরা সাহস পেয়ে গেছেন। ঋণখেলাপিদের বিচারে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন এখন সময়ের দাবি। বিশেষ করে শীর্ষ ১০ খেলাপির জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করা দরকার। কারণ ট্রাইব্যুনালে কোনো স্থগিতাদেশ নেই। তাদের জেলে পাঠিয়ে সম্পত্তি জব্দ করলে খেলাপি ঋণ বাড়বে না। মইনুল ইসলাম আরও বলেন, অবলোপন করা ঋণের তথ্য গোপন করে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। এই ঋণও খেলাপি এবং সুদ আরোপ হচ্ছে। ঋণখেলাপি রাঘববোয়ালদের শাস্তি হলেই খেলাপি ঋণ কমে আসবে বলে মনে করেন তিনি।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, ব্যাংকিং খাতের করুণ পরিণতি একদিনে হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নেই। পাশাপাশি বিচারহীনতাও একটি কারণ। গত কয়েক বছরে খাতটিতে খুব বেশি পরিবর্তন বা সংস্কার হয়নি। এসব কারণে দুর্নীতি-অনিয়ম মিলেমিশে গেছে। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। এছাড়া অর্থ পাচারের কারণে খেলাপি ঋণ হু-হু করে বাড়ছে বলে মনে করেন তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, গত মার্চ শেষে ব্যাংক খাতের ঋণ বেড়ে হয়েছে ৬ লাখ ৯৭ হাজার ১ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি হয়েছে ৭৩ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা। খেলাপি ঋণের ৩৪ হাজার ৭১৫ কোটি টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ৬ ব্যাংকের। এছাড়া ৪০টি বেসরকারি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ২৯ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা। বিদেশি ৯ ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ২ হাজার ২৮২ কোটি টাকা এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ৫ হাজার ৬৮৪ কোটি টাকা।

সাবেক ব্যাংকার শফিকুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, ৭২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে। সে টাকাই এখন ধীরে ধীরে খেলাপি দেখানো হচ্ছে। এছাড়া সর্বত্র এক ধরনের গুমোট পরিবেশ বিরাজ করছে। বিনিয়োগের পরিবেশ নেই। তিনি আরও বলেন, ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধনের সাম্প্রতিক উদ্যোগ ব্যাংক খাতকে আরও খারাপ করে তুলবে।

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সাবেক চেয়ারম্যান ও মেঘনা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ নুরুল আমিন যুগান্তরকে বলেন, খেলাপি ঋণের বর্তমান চিত্র নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। সরকারি ব্যাংকে পুনর্গঠিত বড় কিছু ঋণ আদায় হয়নি। সে কারণে পরিস্থিতি এত খারাপ দেখা যাচ্ছে। তবে মার্চ মাসে খেলাপি ঋণ একটু বাড়েই। আগামী প্রান্তিকে কিছুটা কমে আসতে পারে। সবাইকে আরও সাবধান হতে হবে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক বণিক বার্তা

তারিখ ঃ 1 8 MAY 2017

ছয় ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি ৭ হাজার ৪৯৩ কোটি টাকা

হাছান আদনান ■

কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না ব্যাংকিং খাতের ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণ। খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বেড়েছে ব্যাংকগুলোর প্রভিশন (নিরাপত্তা সঞ্চিতি) সংরক্ষণের পরিমাণও। চলতি বছরের মার্চ শেষে দেশের ব্যাংকগুলোয় খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে ৫ হাজার ৭১১ কোটি টাকা। এ সময়ে অধিকাংশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করলেও এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে ছয়টি ব্যাংক।

প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণে ব্যর্থ হওয়া ব্যাংকগুলো হলো— রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী, বেসিক ও রূপালী এবং বেসরকারি খাতের ন্যাশনাল, প্রিমিয়ার ও বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক। চলতি বছরের মার্চ শেষে এ ছয় ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৪৯৩ কোটি টাকা। যদিও গত ডিসেম্বর শেষে এ ব্যাংকগুলোর ৬ হাজার ৫৪০ কোটি টাকার প্রভিশন ঘাটতি ছিল।

জানা গেছে, ২০১৬ সালের ডিসেম্বর শেষে দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ছিল ৩৬ হাজার ২০৯ কোটি টাকা। কিন্তু মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে চলতি বছরের মার্চ শেষে ব্যাংকগুলোয় প্রভিশনের প্রয়োজনীয়তা দাঁড়িয়েছে ৪১ হাজার ৯২০ কোটি টাকা। তবে মার্চ শেষে ব্যাংকগুলো সংরক্ষণ করেছে ৩৬ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকার প্রভিশন।

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সাবেক সভাপতি ও মেঘনা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ নুরুল আমিন এ প্রসঙ্গে *বণিক বার্তাকে* বলেন, খেলাপি ঋণ একটি ব্যাংকের ওপর বহুমুখী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। খেলাপি ঋণের কারণে একদিকে ব্যাংকের মুনাফা কমে যায়। অন্যদিকে খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে গিয়ে ব্যাংককে হিমশিম খেতে হয়। ব্যাংকগুলোর নিজেদের দায়িত্বেই খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। পরিচালন ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব বলে খেলাপি ঋণ এমনিতেই কমে যাবে।

ব্যাংকে রাখা সাধারণ গ্রাহকদের আমানতের অর্থ থেকে ঋণ বিতরণ করে ব্যাংকগুলো। মূলত একটি ব্যাংকের প্রধান কাজই হলো আমানত সংগ্রহ করে গ্রাহকদের মাঝে ঋণ বিতরণ। আমানতকারীদের অর্থের ঝুঁকি কমাতেই বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে প্রভিশন বা নিরাপত্তা সঞ্চিতি সংরক্ষণ করতে হয়। নিয়মানুযায়ী ব্যাংকের অশ্রেণীকৃত বা নিয়মিত ঋণের বিপরীতে দশমিক ২৫ থেকে ৫ শতাংশ হারে প্রভিশন রাখতে হয়। নিম্নমান বা সাব-স্ট্যান্ডার্ড ঋণের বিপরীতে প্রভিশন রাখতে হয় ২০ শতাংশ। আর সন্দেহজনক ঋণের বিপরীতে ৫০ এবং মন্দ মানের খেলাপি ঋণের বিপরীতে ১০০ শতাংশ প্রভিশন রাখতে হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি ৩২৭ কোটি টাকা বেড়েছে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭৭৬ কোটি টাকা, যা চলতি বছরের মার্চে ২ হাজার ১০৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। মার্চ শেষে সোনালী ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩২ হাজার ৪২৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি হয়ে গেছে ব্যাংকটির ১০ হাজার ৬২৮ কোটি টাকার ঋণ। ব্যাংকটির বিতরণকৃত ঋণের ৩২ দশমিক ৭৮ শতাংশই খেলাপির খাতায় চলে গেছে।

এদিকে লুটপাটে বিপর্যয়ের শিকার হওয়া রাষ্ট্রায়ত্ত বেসিক ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ ডিসেম্বরের তুলনায় কমেছে মার্চ প্রান্তিকে। গত বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৬৩ কোটি টাকা, যা মার্চ শেষে ২ হাজার ৮৮০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৩৭৩ কোটি টাকা, যা বিতরণকৃত ঋণের ৫৩ দশমিক ৯০ শতাংশ।

প্রভিশন ঘাটতি বেড়েছে শেয়ারবাজারে নিবন্ধিত রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংকেরও। গত বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৪১ কোটি টাকা। তিন মাসের ব্যবধানে মার্চে এসে ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা। মূলত খেলাপি ঋণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিই ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতি বাড়িয়েছে। ২০১৬ সাল শেষে রূপালী ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা। চলতি বছরের মার্চে এসে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৪ হাজার ২৬৪ কোটি

এরপর » পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ছয় ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা ব্যাংকটির বিতরণকৃত ঋণের ২৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ।

বেসরকারি খাতের ন্যাশনাল ব্যাংকেরও প্রভিশন ঘাটতি বেড়েছে মার্চ শেষে। গত বছরের ডিসেম্বরে ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ ১২৩ কোটি টাকা থাকলেও চলতি বছরের মার্চ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫১১ কোটি টাকায়। গত বছরের ডিসেম্বর শেষে ন্যাশনাল ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৩৪২ কোটি টাকা। চলতি বছরের মার্চে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ হাজার ৭৮৪ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ব্যাংকটির বিতরণকৃত ঋণের ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশই রয়েছে খেলাপির খাতায়।

আগে থেকেই প্রভিশন ঘাটতিতে থাকা বেসরকারি খাতের প্রিমিয়ার ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি আরো বেড়েছে। গত বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি টাকা। কিন্তু চলতি বছরের মার্চে এসে প্রিমিয়ার ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি ২১২ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ব্যাংকটির বিতরণকৃত ঋণের ৬ শতাংশ রয়েছে খেলাপির খাতায়।

চলতি বছরের মার্চ শেষে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৮৯ কোটি টাকায়। ডিসেম্বর শেষে প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৮৮ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র শুভঙ্কর সাহা বলেন, ডিসেম্বরে ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণের পরিমাণ বিতরণকৃত মোট ঋণের ৯ দশমিক ২৩ শতাংশ থাকলেও মার্চে এসে ১০ দশমিক ৫৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত ডিসেম্বরে ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ নিম্নমুখী থাকে। এর পর মার্চে খেলাপি ঋণ বেড়ে যায়। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা এটিই বলে। তিনি বলেন, খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সাধ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যাংকগুলোকে নিজ দায়িত্বেই খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। খেলাপি ঋণ বেড়ে যাওয়ায় ছয়টি ব্যাংক প্রভিশন ঘাটতিতে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে এ ব্যাংকগুলোকে যথাযথভাবে তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সাল শেষে দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৬২ হাজার ১৭২ কোটি টাকা, যা ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণের ৯ দশমিক ২৩ শতাংশ। চলতি বছরের মার্চে খেলাপি ঋণের এ পরিমাণ ৭৩ হাজার ৪০৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। মার্চ শেষে ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণের ১০ দশমিক ৫৩ শতাংশই খেলাপির খাতায় চলে গেছে। অবলোপনকৃত প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকাসহ মার্চ শেষে দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ১৮ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ The Financial Express

তারিখ ঃ 18 MAY 2017

SoCBs' provision shortfall widens on higher NPLs

Siddique Islam

Public banks are getting into some difficulty in lending as their overall shortfall in provision against both classified and unclassified loans increased over 6.0 per cent in the first quarter (Q1) of this year.

According to the central bank's latest statistics, the amount of provisioning shortfalls of three out of the six state-owned commercial banks (SoCBs) rose to Tk 64.73 billion during the January-March period of the current calendar year from Tk 60.81 billion in the preceding quarter.

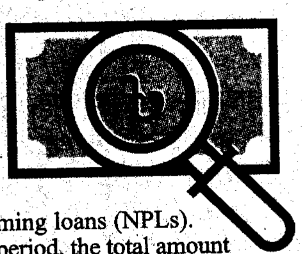

Talking to the FE, a senior official of the Bangladesh Bank (BB) said the provision shortfall of SoCBs widened during the period under review mainly owing to higher growth in their non-performing loans (NPLs).

During the January-March period, the total amount of NPLs with the six SoCBs bloated into Tk 357.17 billion from Tk 310.26 billion in the previous quarter.

The SoCBs are not allowed to provide loans freely, the central banker said, as they will have to follow their credit-growth limits, set by the BB earlier, while sanctioning as well as disbursing fresh loans.

The central bank had set the credit-growth ceilings in line with the memoranda of understanding (MoU) signed between the BB and the SoCBs earlier for improving financial health of the public banks.

Under the MoUs, the BB calculates the credit ceiling excluding farm loans, staff loans and government borrowings to be provided by the four SoCBs out of six.

Continued to page 7 Col. 6

SoCBs' provision shortfall

Continued from page 1 col. 8

However, the overall shortfall in the provision in the country's banking system decreased by 4.34 per cent or Tk 2.38 billion during the period under review following higher credit growth particularly in private sector.

The amount of provisioning shortfalls in the banking sector came down to Tk 52.32 billion in the Q1 of 2017 from Tk 54.70 billion three months before. It was Tk 41.24 billion as on March 31, 2016.

"The operating profits of the banks, particularly private commercial banks (PCBs) and foreign commercial banks (FCBs), increased mainly due to higher private-sector credit growth," another BB official explained.

The growth in private credit flow rose to 16.06 per cent in March 2017 on a year-on-year basis from 15.88 per cent a month ago. It was 15.61 per cent in January 2017.

He also said the overall provision shortfall may improve further in the second quarter of this calendar year if the higher private-sector credit growth continues.

But some banks have maintained more provisions than regulatory requirements following their conditional rescheduling of loans, according to the BB official.

He also said a large amount of classified loans had been rescheduled on some conditions set by the central bank to minimise risks

Such rescheduled credits were treated as unclassified ones, but the banks were asked to maintain provisions in accordance with previous status of the loans, the BB official explained.

Only six banks out of 57 have failed to keep requisite provisions against loans, particularly classified ones, according to the BB officials.

Of them, three are SoCBs and the rest PCBs.

Under the existing BB regulations, the banks have to keep 0.25 per cent to 5.0 per cent provisions against general-category loans, 20 per cent provision against substandard category, 50 per cent against doubtful loans and 100 per cent against bad or loss category.

The banks normally keep requisite provisions against their unclassified credits and NPLs from their operating profits in a bid to mitigate financial risks, they added.

siddique.islam@gmail.com